দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 04 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম 2

গৌরীপুরে অস্তিত্বহীন দুই বিদ্যালয় ও ভুয়া শিক্ষার্থী বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়নি

■ গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

গৌরীপুরে চলতি প্রাথমিক স্কুল সমাপনী পরীক্ষায় অস্তিত্ববিহীন দুটি বিদ্যালয় ও সেই বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গত দুই মাসেও বিষয়টির তদন্ত শুরু করতে পারেনি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। এ দুটি বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষাথী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও এলাকা ঘুরে বিদ্যালয়ের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কি.মি দূরে সহনাটী ইউনিয়নের মাসকান্দা গ্রাম। এ গ্রামের শিক্ষার্থী রোকেয়া আক্তার, সাইফুল ইসলাম, নয়ন মিয়া ও হাদিউল ইসলাম যোগীরডাঙ্গুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। নিজ গ্রামে মাসকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তা শুনে হতবাক। অবশেষে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইদুল হকের সন্ধান করতে গিয়ে তার বাড়ির সামনে টিনশেড একটি ঘরের সন্ধান পাওয়া যায়। নতুন টিন, ভিটে মাটি ভরাট, দরজা-জানালার কাজ চলছে। এ ভিটেতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পদচি?হ্ন আজও লাগেনি। তাহলে পাছার উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে আটজন পরীক্ষার্থী এলো কোথা থেকে এ নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এসব পরীক্ষার্থী শিক্ষকদেরও নাম জানে না, প্রবেশপত্রে নিজের নাম বলতে পারলেও বাবা-মার নামও সঠিক বলতে পারেনি।

এদিকে প্রাথমিক মডেল টেস্টে অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাছার উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসসি শিক্ষার্থী বদলে এবার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার কুমারুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসসি পরীক্ষার্থী ভাড়ায় এনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে বলে নিশ্চিত করেন মাসকান্দা গ্রামের দুই কলেজ ছাত্র। এ ব্যাপারে শিক্ষক সাইদুল হক বলেন, ওরা মূলত মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এখন স্কুল তৈরি করা হচ্ছে।

সানিয়াপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও একই। এ বিদ্যালয়ের নাম এলাকাবাসী উল্টো প্রশ্ন করেন কোথায় শোনেছেন? এই বিদ্যালয়ের নাম। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নবধারা কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড কোচিং সেন্টারের পরিচালক নূর মোহাম্মদ এ কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাড়া দিয়েছেন সানিয়াপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তবে ওই বিদ্যালয়ের কোনো সাইন বোর্ড, বিদ্যালয় ও শিক্ষক কিছুই পাওয়া যায়নি। অস্তিত্ববিহীন এ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা জানায়, তারা এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেনি। স্যার তাদেরকে সানিয়াপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বলতে বলেছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোজাহিদুল ইসলাম জানান, স্কুলগৃহ বা কোনো স্কুল আছে কি-না জানা নেই। তবে ডিআর জমা দিয়েছে।

অফিস সহকারী রেখা আক্তার জানান, উপজেলায় এ দুটি নামে বিদ্যালয় নেই। তবে পরীক্ষার হলে ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এলো কোথা থেকে এ নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়টি মডেল টেস্ট পরীক্ষার সময়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জুয়েল আশরাফকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি গত দু'মাসেও তদন্ত শুরু করতে পারেননি।